আলমডাঙ্গায় মেম্বার এ্যাসোসিয়েশনে সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজের মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার এ্যাসোসিয়েশন আলমডাঙ্গা উপজেলা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আয়োজনে এম এ রাজ্জাক খান (রাজ) এর ফ্রীজ মার্কায় ভোট দেওয়ার সমর্থনে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদদের মেম্বারদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার রাত ৮ টার দিকে বাবুপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা ও জেলা মেম্বার এ্যাসোসিয়েশনের সকল মেম্বারগন ফ্রীজ মার্কায় ভোট দেওয়ার অঙ্গিকার বদ্ধ হন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বতন্ত্র (ফ্রীজ) প্রতিকের প্রার্থী এম এ রাজ্জাক খান (রাজ)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার এ্যাসোসিয়েশনের আহবায়ক মজনুর রহমান জান্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান।

মেম্বার এ্যাসোসিয়েশনের যুগ্নআহবায়ক লিটন মোল্লার সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন রফিকুল ইসলাম বাবু, সামাদ খাঁন, জাহাঙ্গীর খাঁন।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেম্বার রাজন, মাসুদা পারভিন, নজরুল ইসলাম, সাবিনা ইয়াসমিন, আলমঙ্গীর হোসেন, ঠান্টু রহমান, রংপতি বেগম, ওহিদুল ইসলাম, রেহানা খাতুন, ইদ্রিস আলী, নাসিমা খাতুন, মনিরুজ্জামান, মানারুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, জাহানারা খাতুন, রোকসানা খাতুন, ববিতা খাতুন প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান লাভলু ইসলাম।

কার্পাসডাঙ্গায় হাজী আলী আজগর টগরের নির্বাচনী সভা

আজ বুধবার বিকাল ৩ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা হাইস্কুল ফুটবল মাঠে কার্পাসডাঙ্গা একতা হেয়ার প্রসেসিং এর উদ্যোগে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাসিবুজ্জামান শহিদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের নৌকার প্রার্থী হাজী আলী আজগর টগর ।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, মদনা পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টো,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাফিকুর রহমান মাষ্টার, সাধারণ সম্পাদক নজীর আহমেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস,সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোখলেসুর রহমান রিপন, দপ্তর সম্পাদক আহমেদ আলী মাস্টার, আরো উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও হেয়ার প্রসেসিং এর ব্যবসায়ী বৃন্দ।

এসময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে দেশ ও জাতীর খেদমত সুযোগ দিন।সেই সাথে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করুন। আরো চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের মসজিদ মাদ্রাসা রাস্তা ঘাট স্কুল কলেজের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এই সরকারের আমলে।

চুয়াডাঙ্গার আমিরপুরে মাদ্রাসা শিক্ষক ও বিটিভির জেলা প্রতিনিধি নারীসহ আপত্তিকর অবস্থায় আটক

চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের আমিরপুর গ্রামে কামিল মাদ্রাসার কৃষি শিক্ষক ও বিটিভি এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এবং দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের জেলা প্রতিনিধি ওয়াহেদ মোঃ রাশেদীন আমিন ওরফে রাজন রাশেদ নতুন শিক্ষা কারিকুলামের প্রশিক্ষণ ফেলে নারীসহ আপত্তিকর অবস্থায় স্থানীয় জনতার হাতে আটক হলেও অবশেষে মোমিনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-মামুন রতনের হস্তক্ষেপে তার মুক্তি মেলে।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটার পর। এ ঘটনার আগে নতুন শিক্ষা কারিকুলামের জন্য চুয়াডাঙ্গা ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর চলমান প্রশিক্ষণে সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। দুপুরের ১ ঘন্টার বিরতীর মধ্যে ওই শিক্ষক কিভাবে আমিরপুর গ্রামে নারীবাজী করতে আসে সেটা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

আমিরপুর গ্রামবাসী জানান,বেশ কিছু দিন ধরে ওই গ্রামের মরহুম আব্দুর রহমান ওরফে রহমান কাজী (সাবেক কামিল মাদ্রাসার পিয়ন) বাড়ীতে ওয়াহেদ মোঃ রাশেদীন আমিন ওরফে রাজন রাশেদ আসা-যাওয়া করে। ওই বাড়ীতে কাজীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তার এক সন্তান নিয়ে বসবাস করে আসছে। রাজন, দ্বিতীয় স্ত্রীকে পেনশনের টাকা পাইয়ে দেয়ার কথা বলে তার সঙ্গে অপ্রতিরোধ্যভাবে শারীরিক সম্পর্ক করতো। সে খেয়াল খুশি মত এসে সেটা অব্যাহত রেখেছিল।

মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য শাহিনুর রহমান শাহিন জানান, রাজন রাশেদ বেশ কিছুদিন ওই বাড়ীতে আপত্তিকর কাজ করার জন্য আসতো। এদিন দুপুরের পর লোকজন বাড়ীর প্রাচীর টোপকে ভেতরে ঢুকে ঘরের মধ্যে দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পায়।

সেখানে লোকজন রাজনকে গণপিটুনি দেয়। এমতবস্থায় সে নিজেকে বাঁচাতে ৯৯৯ ফোন দিলে বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তার আগে ইউপি চেয়ারম্যান রতন তাকে ছেঁড়ে দেয়।

মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-মামুন রতন জানান, পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য শাহিন ও তারপর ইউনিয়ন যুব লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মমিন তাকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানান, আমিরপুর গ্রামের ওই বাড়ীতে অবৈধ কাজ করার সময় স্থানীয় জনসাধারণ দুজন নারী-পুরুষকে আটক করে রেখেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, অভিযুক্ত রাজন ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে বাড়ীর উঠানে চেয়ারে বসে আছে। বাড়ীর চারিপাশে লোক সমাগম বেড়েই যাচ্ছিল। পরবতী পরিস্থিতি বিবেচনা করে আটক রাজনের হাতে তার মোটরসাইকেলের চাবি ধরিয়ে দিয়ে আমি তাকে চলে যেতে এবং চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসির সঙ্গে দেখা করার জন্য বলি। সে তখনই সেখান থেকে দ্রুত চলে যায়। তবে স্থানীয় জনসাধারণ বলছিল, তাদের দুজনকে ঘরের ভেতর আপত্তিকর অবস্থায় আটক করা হয়। এ বিষয়টি রাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কোন জবাব না দিলেও অভিযোগে দুষ্ট মেয়েটি বলে তার সঙ্গে কিছু হয়নি।

এ ঘটনার বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার অভিযুক্ত শিক্ষক সাংবাদিক ওয়াহেদ মোঃ রাশেদীন আমিন ওরফে রাজন রাশেদ বলেন, আমি নতুন শিক্ষা কারিকুলাম প্রশিক্ষণের ফাঁকে আমিরপুর গ্রামে আমাদের মাদ্রাসার সাবেক পিয়ন মরহুম আব্দুর রহমান ওরফে রহমান কাজীর বাড়ীতে পেনশন সংক্রান্ত একটি বিষয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বন্ধ ঘরের দরজায় আমার একজন ছাত্র টোকা দেয়। আমি দরজা খুলে দিলে সে ‘সরি’ বলে চলে যায়। এরপর দেখি প্রচুর লোকজন জড় হচ্ছে। তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসি। এর বেশী আমি বলতে পারবো না। তবে ধারনা করছি, আব্দুর রহমান ওরফে রহমান কাজীর দু’স্ত্রী। বড় স্ত্রীর একটি ইনসুরেন্স করা ছিল। সেই ইনসুরেন্সের টাকা উঠানো নিয়ে, বিরোধের কারনে আমাকে জড়িয়ে এমনটি ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ কুমার সাহা বলেন, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রশিক্ষণের মধ্যে বেলা ১ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিরতী শেষে আবার সেটা বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে। এর মধ্যে একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলমান অবস্থায় কি করে অন্যকোন স্থানে অপকর্ম করে সেটা ভাবতেও অবাক লাগে। তিনি বলেন, এই

শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। তবে এ ঘটনার ব্যাপারে তাকে কারন দর্শানো নোটিশ করা হবে। এটি একটি গোর্হিত অপরাধ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় আদালতের আদেশ অমান্য ঘর নির্মাণের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার মৃত আলী খাবলির কন্যা আম্বিয়া খাতুন পুটলির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অপমান্য করে অন্যের জমি দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে,কার্পাসডাঙ্গা মৌজার ৭৬৫ খতিয়ানে ১০০৪ দাগে ২ একর ৬১ শতক জমির মালিকানা হয়ে দীর্ঘবছর ভোগদখল করে আসছে হাজী ফকির মোহাম্মদের ছেলে শিক্ষক জহিরুল ইসলাম।হঠাৎ করেই আম্বিয়া খাতুন পুটলি জহিরুলের প্রায় পৌনে ২ কাঠা ভিটা জমি জোরপূর্বক দখল করে ঘর নির্মান শুরু করে।জহিরুল আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে আম্বিয়া খাতুন পুটলি বিরুদ্ধে ১৪৫/১ ধারায় মামলা দায়ের করে।

বিজ্ঞ আদালতের আদেশ উপেক্ষা করেও আম্বিয়া খাতুন পুটলি জোরপূর্বক ঘর নির্মান অব্যাহত রাখে।গতকাল মঙ্গলবার সকালেও সে তার ঘরের নির্মান কাজ অব্যাহত রাখলে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিক হয়ে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেন।এ বিষয়ে আম্বিয়া খাতুন পুটলির সাথে কথা বলতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে বাড়ি পাওয়া যায়নি।

শিক্ষক জহিরুল জানান আম্বিয়া খাতুন পুটলি একজন মামলাবাজ ও অবৈধদখলদার।সে সকলকে মামলার ভয় দেখিয়ে চুপ করে রাখে।সে বিজ্ঞ আদালতের আদেশও অমান্য করে কাজ করছে।আম্বিয়া খাতুন পুটলির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যাবস্থা নিতে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

জীবননগরের মনোহরপুর ইউনিয়ন ফ্রি চিকিৎসা প্রদান

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজনে মনোহরপুর ইউনিয়ন প্রবীন কেন্দ্রে ক্যাম্প হার্ট ও ডায়াবেটিস রোগের ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

আজ সোমবার মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে দিন ব্যাপী এ চিকিৎসা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, ইউনিয়ন প্রবীন কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বদর উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন। ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন হার্ট স্পেশালিষ্ট চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ডাঃ মোঃ আবুল হোসেন। সহযোগি হিসাবে ছিলেন সহকারী মেডিক্যাল অফিসার জাহিদুল ইসলাম। এ চিকিৎসা ক্যাম্প থেকে চিকিৎসা নেন মনোহরপুর ইউনিয়নের ১২০ জন নারী পুরুষ।

এ ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পের সার্বিক সহযোগিতা করেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি প্রোগ্রাম কো-অডিনেটর মোঃ আওয়াল হোসেন, ইউনিয়ন সহকারী মেডিক্যাল অফিসার সোহেল রানা ও মোঃ আসাদুজ্জামান।

দামুড়হুদায় পানিতে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের মালিতা পাড়ায় পানিতে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ৭৫ বছর বয়সের আরজুবানু নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। তিনি উপজেলার আরামডাঙ্গা গ্রামের আবু কাশেম আলীর স্ত্রী।

এলাকাবাসী ও পারিবারিক সুত্রেজানা গেছে প্রতিদিনের ন্যায় আরজুবানু নামের বৃদ্ধ সে দুপুরের দিকে বাড়ির পাশের পুকুরের গোসল করতে নামে। বাড়ি আসতে দেরি হওয়ায় বাড়ির লোকজন তাকে খোঁজা খুঁজির একপর্যায়ে পানির মধ্যে থেকে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। বাড়ির লোকজন জানায় তিনি দীর্ঘদিন মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার কুমারি-নাগদাহ ইউনিয়নে নৌকায় ভোট চাইলেন নেতা-কর্মীরা

আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকার মনোনয়ন প্রার্থী সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন- এমপির সমর্থনে কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে নির্বাচনি প্রচারণা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় প্রতিটি ইউনিয়নের স্ব-স্ব ওয়ার্ডে নেতা- কর্মীরা এ নির্বাচনি প্রচারণা ও নৌকা প্রতিকের পক্ষে স্লোগানে অংশগ্রহণ করেন।

এসময় কুমারী আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টুর নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আলেপ মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সাবেক ইউপি সদস্য আবুল হোসেন মালিতা, আওয়ামীলীগ নেতা আবু সাইম রিপন, রাজিব আহম্মেদ, কুমারি ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা ছলেমান ফারাজী, রেজাউল হক, নুর ইসলাম, গোলাপ আলী, হবিবর রহমান, শফি মোল্লা প্রমূখ।

এদিকে, আজ সোমবার সন্ধ্যায় আওয়ামীলীগের নৌকার প্রার্থী সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন-এমপির প্রতিক বরাদ্দের পরপরই নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার তার নেতাকর্মীদের নিয়ে ভোটের মাঠে নেমে পড়েন। সাধারণ মানুষের নিকট নৌকা প্রতিকে ভোট চান। এছাড়া সোমবার সন্ধ্যার পর শত শত নেতাকর্মীদের উপস্থিতে একটি নৌকার পক্ষে মিছিল বের করেন।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ৬ জন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ৭ জন প্রার্থী রয়েছেন।আজ সোমবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রতীক বরাদ্দ দেন চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের রির্টানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন (নৌকা) প্রতীক, স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা পেয়েছেন (ঈগল) প্রতীক, জাতীয় পার্টি মনানীত প্রার্থী সোহরাব হোসেন এ্যাডভোকেট পেয়েছেন (লাঙ্গল) প্রতীক, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টি মনোনীত ইদ্রিস চৌধুরী পেয়েছেন (আম) প্রতীক, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম.এ. রাজ্জাক খান পেয়েছেন (ফ্রিজ) প্রতীক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক নৌ কমান্ডার এম. শহিদুর রহমান পেয়েছেন (ট্র্যাক)

প্রতীক।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আলী আজগার (নৌকা) প্রতীক, জাতীয় পার্টি প্রার্থী রবিউল ইসলাম (লাঙ্গল) প্রতীক, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টি মনোনীত ইদ্রিস চৌধুরী পেয়েছেন (আম) প্রতীক, জাতীয় সমাজতা্◌িত্রক দল (ইনু) দেওয়ান মোহাম্মদ ইয়াছিন উল্লাহ পেয়েছেন (মশাল) প্রতীক, জাকের পার্টির আব্দুল লতিফ খান পেয়েছেন (গোলাপ ফুল), স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ নূর হাকিম পেয়েছেন (ঈগল) প্রতীক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু হাশেম রেজা পেয়েছেন (ট্রাক) প্রতীক।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসন মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৮০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪১ হাজার ৩৮৭ জন ও মহিলা ভোটার ২ লাখ ৪২ হাজার ৫৮৯ জন। মোট ভোট কেদ্রের সংখ্যা ১৮১টি।

৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৯৮ জন। এর মধ্য পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪২ জন ও মহিলা ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ৬৯২ জন। মোট ভোট কেদ্রের সংখ্যা ১৭৩টি।

চুয়াডাঙ্গায় হিমেল হাওয়ার সঙ্গে তীব্র শীত অনুভূত;

তাপমাত্রা ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস

চুয়াডাঙ্গায় আট দিন হিমেল হাওয়া প্রবাহিত হওয়ায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। দিন দিন ক্রমাগত তাপমাত্রা কমতে থাকায় এ জেলায় শীতের মাত্রা বেড়েই চলছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় আজ রবিবার (১৭ ডিসেম্বর) দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক আলতাফ হোসন জানান, আজ রবিবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৬ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ।

গত রবিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। ওই দিন সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। সোমবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সে সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। ওই দিন সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। কুয়াশার কারনে এদিন তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা একই ছিল। বুধবার (১৩ ডিসম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। এদিন সকাল

৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। শুক্রবার (১৫ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় দেশর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৬ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এ জেলার ওপর দিয়ে মাঝারি থেক তীব্র আকারের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গায় হঠাৎ তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারনে দুর্ভোগ বেড়ে গেছে খেটে খাওয়া মানুষের।

আজ রবিবার সকালে রিক্সাভ্যান চালক বশির জানায়, তিনি প্রতিদিন ভোর ৪টার সময় জীবীকার তাগিদে তার নিজের রিক্সাভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ক’দিন থেকে প্রচন্ড শীত পড়ায় তার রিক্সাভ্যান কোন ভাড়া হচ্ছেনা। সে কারনে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

শহরের শান্তিপাড়ার রিক্সাচালক খোকন অভিনব ভাষায় বলেন, শীত তোর খালা রিক্সায় কেউ চড়তে চাচ্চেনা। সে জন্য তিনি ভাড়া পাওয়া দৃরহ হচ্ছে। তাছাড়া শীত বেশী রিক্সা চালোনা যাচ্ছেনা।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জাকের পার্টির প্রার্থীর মনানয়নপত্র প্রত্যাহার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জাকের পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ সালাম উদ্দিন তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়ছেন। শেষ পর্যন্ত

চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে ৬ জন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে ৭ জন প্রাথীসহ ১৩ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে থাকছেন মাঠে।

আজ রবিবার বিকেলে রিটার্নিং অফিসার ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা জানান, চুয়াডাঙ্গা -১ আসনে প্রার্থীরা হলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সোলোয়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, জাতীয় পার্টির সোহরাব হোসেন এ্যাডভোকেট, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টির ইদ্রিস চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, এম.এ.রাজ্জাক খান ও এম.শহিদুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে প্রার্থীরা হলেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী আলী আজগার টগর, জাতীয় পার্টির রবিউল ইসলাম, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টির ইদ্রিস চৌধুরী, জাসদ (ইনু) দেওয়ান মোঃ ইয়াছিন উল্লাহ, জাকের পার্টির আব্দুল লতিফ খান,স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ আবু হাশেম রেজা ও আপিল শুনানীর মাধ্যমে প্রার্থীতা পদ ফিরে পাওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ নূর হাকিম।